আলজেরিয়া বিশ্বকাপ দলে ২৩ ক্লাবের ২৩ খেলোয়াড়

বিশ্বকাপের রকমারি চমক

● আহমেদ বায়েজীদ

বিচিত্রতায় বিশ্বকাপ

● জাতীয় দলে কোনো নির্দিষ্ট ক্লাবের আধিপত্য নতুন নয় একেবারে। জার্মানিতে যেমন বায়ার্নের দাপট, স্পেনে আবার বার্সেলোনার খেলোয়াড়দের। কিন্তু আলজেরিয়ার বিশ্বকাপ দলে যে ২৩ জন জায়গা পেয়েছেন তারা খেলেন ২৩টি আলাদা ক্লাবে! সেই ২৩ ক্লাব আবার ১০টি আলাদা দেশের! সবচেয়ে বেশি অবশ্য স্প্যানিশ ক্লাবের। গেটাফে, মায়োর্কা, ভ্যালেন্সিয়া ও গ্রানাডার চারজন ফুটবলার আছেন আলজেরিয়ার বিশ্বকাপ দলে। ইংলিশ, ইতালিয়ান ও ফরাসি ক্লাবে খেলেন এমন ফুটবলার আছেন ৩ জন করে। আলজেরিয়ার ঘরোয়া লিগে খেলেন এমন ফুটবলার আছেন মাত্র ২ জন। ক্রোয়েশিয়া, বুলগেরিয়া এমনকি কাতারের ক্লাবে খেলেন এমন খেলোয়াড়ও আছেন ১ জন করে! এক ক্লাবের ২ জন খেলোয়াড় নেই।

এবারের বিশ্বকাপের বলে প্রথম লাথি মারেন একজন অটিস্টিক যুবক

● ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার ৪ জন খেলোয়াড় পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে এবার, তাও আবার তৃতীয় আরেকটি দেশের হয়ে! কি, আশ্চর্য লাগছে? হ্যাঁ, এমনটাই ঘটছে এবারের বিশ্বকাপে। আর্জেন্টাইন বংশোদ্ভূত জুভেন্টাসের গ্যাব্রিয়েল পালেত্তা আর পাবলো ওসভালদো এবং ব্রাজিল বংশোদ্ভূত প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ের থিয়াগো মোত্তা ও ভেরোনা খমুলো। তারা ৪ জনই এবার জায়গা পেয়েছেন ইতালি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে। এটাই আজ্জুরিদের ব্রাজেন্টিনা রহস্য!

● বিশ্বকাপের ফার্স্ট কিক অফ কে করবেন সেটা নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা ছিল বিশ্বের নানা প্রান্তে। তবে বেশির ভাগ বলেছিলেন, নেইমারের কথা। কিন্তু না, ফিফার বিশেষ উদ্যোগে এবারের বিশ্বকাপের বলে প্রথম লাথি মারেন একজন অটিস্টিক যুবক। সদ্য আবিষ্কৃত একটি যন্ত্রের সাহায্যে যুবকটি তার অচল শরীর নিয়েও এই কাজ করতে সমর্থ হন। সেই সঙ্গে ফিফার এই চমৎকার উদ্যোগটি প্রশংসিতও হয়েছে বিশ্বব্যাপী।

চলছে কথার লড়াইও : মাঠে বল দখলের জমজমাট লড়াই শুধু নয়, বিশ্বকাপ নিয়ে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর কথার লড়াইও জমে উঠেছে। কথার যুদ্ধে ইউরোপিয়ানরা সব সময়ই চ্যাম্পিয়ন। ব্রাজিলের মানাউসে গ্রুপের প্রথম ম্যাচে নিজেদের মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ড ও ইতালি। এ ম্যাচের আগে ইতালির

স্লোভেনিয়ার সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচের আগে ফটোসেশনে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা 'ফকল্যান্ড দ্বিপ আমাদের' লেখা ব্যানার প্রদর্শন করেন

কোচ পাওলো ডি ক্যানিও বলেছিলেন, 'মানাউসের প্রচণ্ড গরমে স্রেফ গলে যাবে ইংলিশরা।' মাঠের লড়াইয়ে ইংল্যান্ড সত্যিই গলেছে কিনা সেটা দর্শক মাত্রই বুঝতে পারছেন।

মাঠে ও মাঠের বাইরে আলোচনায় থাকা আর্জেন্টাইন লিজেন্ড ডিয়াগো ম্যারাডোনাও তীর ছুড়েছেন ফিফার উদ্দেশে। 'ফিফা একটা অশুভ শক্তি, দলগুলোকে পর্যাপ্ত প্রাইজমানি না দিয়ে তারা তিনশো কোটি ইউরো পকেটে ভরবে।' একটি টিভি চ্যানেলকে এমনটাই বলেন তিনি। ফিফা সভাপতিকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আপনি বিল গেটসের মতো ধনী হচ্ছেন দিনে দিনে, অথচ কী কাজ করছেন?'

এদিকে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচপূর্ব ফটোসেশনে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা 'ফকল্যান্ড দ্বীপ আমাদের' লেখা ব্যানার প্রদর্শন করেন। ল্যাটিন ভাষায় ওই ব্যানারে লেখা ছিল 'লা মালভিনাস সন আরজেন্তিনাস।' ফকল্যান্ড যুদ্ধের পর থেকেই ব্রিটিশদের সঙ্গে আর্জেন্টিনার সম্পর্ক সাপে-নেউলে। বরাবরই ফুটবল মাঠেও এর প্রভাব পড়ে। যুদ্ধের কিছুদিন পরই ১৯৮৬-এর বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচেই ম্যারাডোনা করেন 'হ্যান্ড অব গড' গোল। করেছিলেন 'গোল অব দ্য সেঞ্চুরি'ও। ম্যাচ শেষে ম্যারাডোনা মন্তব্য করেন, যুদ্ধে হারানো স্বদেশি ভাইদের হয়েই পাল্টা জবাব দিয়েছেন তারা মাঠে। সেই জয়কে এখনো ফকল্যান্ড যুদ্ধের প্রতিশোধ হিসেবে দেখে আর্জেন্টাইনরা।

একটি পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ব্রাজিলিয়ান সেনসেশন নেইমার বলেছেন, 'মেসিকে বলেছি আমরাই জিতব।' এই কথায় ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার দৈরথ নতুন মাত্রা পেয়েছে। অবশ্য মেসির তরফ থেকে নেইমারকে উদ্দেশ করে কোনো বক্তব্য আসেনি এখনো। এদিকে দুই দলের দুই প্রাণভোমরা মেসি-নেইমার দুজনকেই কথার জালে বিদ্ধ করেছেন সাবেক ক্রোয়েশিয়ান অধিনায়ক বোবান। তার ভাষায়, 'নেইমার অবশ্যই প্রতিভাবান, তবে সে কখনই গোল্ডেন বল জিততে পারবে না। আর মেসি বিশ্বসেরা হলেও এই মুহূর্তে আনফিট আর উদ্যমহীন এক তারকা।'

তারকারা কি ব্যর্থ হবে : গত বিশ্বকাপের শেষে দেশের একটি শীর্ষ দৈনিকের একটি খবরের শিরোনাম ছিল মেসি : ০, কাকা : ০। এটি শুধু তাদের ব্যক্তিগত স্কোর লাইনই নয়। রূপক অর্থে দুই মহাতারকার গত বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সও। অথচ সেবার সবচেয়ে বড় তারকা ছিলেন এই দুজন। কিন্তু কোটি দর্শককে হতাশায় ডুবিয়ে মেসির আর্জেন্টিনা আর কাকার ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নেয়। তৎকালীন ক্লাব পারফরম্যান্সে বিশ্ব কাঁপানো এই দুই তারকা বিশ্বকাপে পুরোপুরি ব্যর্থ হন। শুধু তা-ই নয়, স্মরণকালে বেশ কয়েকটি বিশ্বকাপেই এ রকম ঘটনা ঘটতে থাকে। তারকাদের ব্যর্থতার সুযোগে অপ্রত্যাশিত কেউ চমক জাগানিয়া পারফরম্যান্সে বিশ্ব-মাত করে। যেমন– ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে কাগজে-কলমে সবচেয়ে বড় তারকা ছিলেন ইংল্যান্ডের ওয়েইন রুনি আর ব্রাজিল সুপারস্টার রোনালদিনহো। কিন্তু তারা ব্যর্থ হন দল আর ভক্তদের আশার যথাযথ প্রতিদান দিতে। অন্যদিকে পড়ন্ত বয়সের দুই ফুটবলার ফ্রান্সের জিনেদিনে জিদান আর লুইস ফিগোর পায়ের জাদু শেষবারের মতো দেখে ফুটবল বিশ্ব। জিদান '৯৮ বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি করে দলকে ফাইনালে তোলেন। ফাইনালে ফ্রান্স হারলেও জিদান জিতে নেন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল। আর ফিগো বলতে গেলে একাই মাঝারি মানের দল নিয়ে পর্তুগালকে সেমিফাইনালে তোলেন। অথচ এই দুজনের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সোনালি সময় ছিল ২০০২ বিশ্বকাপ। কিন্তু সেবার তারা ছিলেন ব্যর্থ। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নেয়। পর্তুগালের মতো ফিগোও ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। আর্জেন্টাইন গোলমেশিন খ্যাত বাতিস্তুতাও ব্যর্থ হন দলকে প্রথম রাউন্ডের বাধা পার করতে। অন্যদিকে সেবার বিশ্বকে চমকে দেন অখ্যাত জার্মান স্ট্রাইকার মিরোস্লাভ ক্লোজ আর তুরস্কের হাকান সুকুর। তবে অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন ব্রাজিলের রোনালদো। ১৯৯৮ ফ্রান্স বিশ্বকাপে জিদানের পাশাপাশি বিশ্বকে চমকে দেন নবাগত ক্রোয়েশিয়ান স্ট্রাইকার ডেভর সুকার। ১৯৯৪ বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় তারকা ছিলেন নিঃসন্দেহে আর্জেন্টাইন লিজেন্ড ডিয়াগো ম্যারাডোনা। তবে ড্রাগ গ্রহণের কারণে সে বিশ্বকাপ তার জীবনের সবচেয়ে কালো অধ্যায়ে পরিণত হয়। ম্যারাডোনা-রোমারিওদের পাশ কাটিয়ে সেবার লাইমলাইটে আসেন ইতালিয়ান রবার্তো ব্যাজিও। ইতালিকে ফাইনালে তুলতে তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। যদিও ফাইনালে পেনাল্টি মিস করে ভিলেনে পরিণত হন, তথাপি পুরো বিশ্বকাপে তিনি

খেলার আগে ইতালির কোচ পাওলো ডি ক্যানিওর বিদ্রূপই সত্য প্রমাণিত করেছেন ইংলিশ ফুটবলাররা?

ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এবার অবশ্য উদ্বোধনী ম্যাচেই নেইমার তার জাদুর ঝলক দেখিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন ভালো কিছুরই।

আছে অর্থের হিসাবও : বিশ্বকাপ ট্রফি নিঃসন্দেহে গৌরব আর সম্মানের। তবে তার সঙ্গে থাকে অর্থের হিসাবও। অবশ্য দলগুলোর মতো ফুটবলপ্রেমীরাও বিশ্বকাপ উৎসবে টাকা-পয়সার হিসাবে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। এবার আগের বিশ্বকাপের তুলনায় বিশ্বকাপের প্রাইজমানি বাড়ানো হয়েছে। ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে মোট প্রাইজমানি যেখানে ৪২ কোটি ডলার ছিল, এ বছর তা ৩৩ শতাংশ বাড়বে বলে নিশ্চিত করেছেন ফিফার সাধারণ সম্পাদক জেরোম ভালকে। এবার তা বেড়ে হচ্ছে ৫৬ কোটি ডলার। ২০১০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়নরা যে প্রাইজমানি পেয়েছিল এবার তা ১৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়াবে ৩৫ মিলিয়ন ডলারে। আসরের রানার আপ দল পাবে ২৫ মিলিয়ন ডলার। আর তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান পাওয়া দেশ পাবে ২২ ও ২০ মিলিয়ন ডলার। কোয়ার্টার ফাইনাল, দ্বিতীয় রাউন্ড ও গ্রুপ পর্বে খেলা প্রতিটি দল পাবে যথাক্রমে ১৪, ৯ ও ৮ মিলিয়ন ডলার করে। শুধু তা-ই নয়, আসর শুরু হওয়ার আগে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য খরচ হিসেবে টুর্নামেন্টে অংশ নেয়া ৩২টি দলের প্রত্যেককে ফিফা দেবে ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার করে। মাসব্যাপী এ টুর্নামেন্টের জন্য ফুটবলারদের ছাড় দেয়া ক্লাবগুলোর ক্ষতিপূরণের জন্য আরো ৭০ মিলিয়ন ডলার খরচ করবে ফিফা। আয়োজক ব্রাজিল সরকার পাবে ১০০ মিলিয়ন ডলার।

অঘটনের আশঙ্কা : বিশ্বকাপ ফুটবল হবে আর তাতে দু-একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে না তা কি হয়? তাহলে আর সেই বিশ্বকাপ দীর্ঘদিন মনে থাকবে কেন বিশ্ববাসীর? কখনো কখনো একটি অঘটন পাল্টে দিতে পারে পুরো বিশ্বকাপের হিসাব-নিকাশ। যেমন– ১৯৯৮ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স ২০০২ সালে টপ ফেভারিট হিসেবেই খেলতে নামে। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই তাদের হারিয়ে দেয় আফ্রিকান নবাগত দল সেনেগাল। বিশ্বকাপ ইতিহাসে এটাকে অন্যতম অঘটন হিসেবে ধরা হয়। এই অঘটনের রেশ কেটে উঠতে পারেনি ফ্রান্স, বিদায় নেয় প্রথম রাউন্ড থেকেই। অনেকে মনে করেন ইনজুরির কারণে জিদানের মাঠের বাইরে থাকাটাই ফ্রান্সের জন্য কাল হয়েছিল। একই রকম ঘটনার শিকার হয়েছিল আর্জেন্টিনা ১৯৯০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন আর ম্যারাডোনার অপ্রতিরোধ্য পারফরম্যান্স দুইয়ে মিলে আর্জেন্টিনা আকাশে উড়ছিল তখন। পৃথিবীর সব ডিফেন্সের কাছেই তখন ম্যারাডোনা সাক্ষাৎ আতঙ্ক, সেই সময় আফ্রিকার অদম্য সিংহ খ্যাত ক্যামেরুন অপ্রত্যাশিতভাবেই হারিয়ে দেয় তাদের। তবে এই ম্যাচে ক্যামেরুনের মারদাঙ্গা খেলাও ফুটবল ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় বলে মনে করেন সমালোচকরা। এছাড়া ২০০২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ইতালির পরাজয়ও স্মরণকালের অন্যতম বড় অঘটন। একই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় করে গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে যায় ইংল্যান্ড আর সুইডেন। এটাও স্মরণকালে বড় অঘটনগুলোর একটি। চলতি বিশ্বকাপে এ রকম ঘটনা ঘটবে না সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। যে কোনো মাঝারি মানের দল বড় দলকে হারিয়ে দিতে পারে। অনেক সময় তৃতীয় সারির কোনো দলও চমক দেখায়। তাই কোনো দলকে ছোট বলে হেলা করলে তার চরম মূল্য দিতে হতে পারে বড় দলগুলোকে। ■

পরিবেশ বান্ধব অভিজাত ফ্ল্যাট

- গেন্ডারিয়া
- বাড্ডা
- উত্তরা
- খিলগাঁও
- শ্যামলী
- শেওড়াপাড়া
- বাইতুল আমান হাউজিং
- মিরপুর
- কাকরাইল
- স্বামীবাগ
- মালিবাগ
- (কমার্শিয়াল) উত্তরা

উদ্ভাসিত আগামীতে আপনার আস্থা

সফলতার... ২০ বছর বিল্ডিং ফর ফিউচার লিঃ

বিল্ডিং ফর ফিউচার লিঃ

প্রধান কার্যালয় : গগন শিরিষ, (৩য় ও ৪র্থ তলা), ৭৬ ও ৭৬/১, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫
ফোন : +৮৮০-২-৮১৫৯১০৪, +৮৮০-২-৮১৫৯৮৮৮, +৮৮-০১৯১২৭৮৬৫৩০
ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯১৩৭৪৫৩, ই-মেইল : sales@buildingforfutureltd.com
www.buildingforfutureltd.com
হট লাইন : +৮৮-০১৭৭৬৪৬৩০০৭, +৮৮-০১৫৫২৪১৪৩০৩

munsur007/shp00/may14